দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 16 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ১-৩ ...

শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ!

পত্রিকায় দেখলাম, দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তাদের ধর্মঘট স্থগিত করেছে। এতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকল পক্ষই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছে। কারণ সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। জানিনা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মঘটীদের কি আশ্বাস দিয়ে হৃদয় গলিয়েছেন।

দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ড এই কিছুদিন আগেও ধর্মঘট ডেকে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে এক ধরনের অঘোষিত যুদ্ধই প্রকাশ করেছিলো। পত্র-পত্রিকায়ই দেখেছি বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সারাদেশের ৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ন্যক্কারজনক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে এবং তদন্তে উল্লেখিত কর্মচারী ও অধ্যক্ষগণ হাতেনাতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

এসব দুর্নীতিবাজ কর্মচারী ও অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শাস্তির পদক্ষেপ ঘোষিত হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের এবং বোর্ডের রাঘব বোয়ালদের বরখাস্ত করা হবে। আইনগত বাঁধা আছে বলে বেসরকারী কলেজের চোরা অধ্যক্ষদের সরকার প্রত্যক্ষভাবে বরখাস্ত করতে পারেন না। তাই সংশ্লিষ্ট পরিচালনা পরিষদকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, না হলে উক্ত কলেজগুলোর সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে।

মাহমুদুল বাসার

এরপরই দুর্নীতিবাজরা জোটবদ্ধ হয়ে ধর্মঘটে যায়। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার; একটি বোর্ডের সাবেক কন্ট্রোলার ও বর্তমানে একটি বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তিনি কথা প্রসঙ্গে জানালেন যে, কুমিল্লা বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যারা তদন্ত করতে এসেছিলেন তাদের দুর্নীতিবাজরা পাঁচ লাখ টাকা ঘুস দিয়েছে। এর ফলে তদন্ত কমিটি কুমিল্লা বোর্ডে নামেমাত্র তদন্ত করেছে এবং আসল অপরাধীদের পাশ কাটিয়ে নির্দোষ ব্যক্তি কিংবা নিম্ন অপরাধীদের তদন্তে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সব বোর্ডেই নাকি এমন ঘটনা ঘটেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ব্যক্তিরা ধর্মঘট ডেকেছে। এখন রাঘববোয়ালরাও তালে তাল মিলিয়ে বলছে, 'নির্দোষীরা কেন শাস্তি পাবে'। চোরের মা'র বড়গলা বলে একটা কথা আছে না?

আমাদের দেশে ঐ প্রবাদটাও বড় প্রযোজ্য, 'সরষে ক্ষেতেই ভূত'। যাদের বিশ্বাস করে দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য পাঠানো হলো তারাই দুর্নীতির পক্ষে নাক ডুবিয়ে দিলো। একেই বলে বিশ্বাসের ঘরে আগুন। এমন যদি হয় দেশের অবস্থা, তাহলে দেশের জনগণ কোথায় যাবে, আর সরকারই বা কি করতে পারবে?

শিক্ষাবোর্ড আর ডিজি অফিসের, লোমহর্ষক দুর্নীতির কথা সকলেই অবগত। ওসব অফিসগুলোতে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুস খাওয়া হয়, দিনকে রাত করা হয়। ওখানে দুর্নীতির শক্ত নেট ওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রী কী পারবেন ওদের চক্রব্যূহে হামলা করতে? তাহলে তাকে আটঘাট বেঁধেনামতেহবে।

শিক্ষামন্ত্রী ইতোমধ্যেই কলেজগুলোর ও বোর্ডের শেকড় গাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিবেকবান মহল এতে আশান্বিত হয়ে উঠেছে। সচেতন, দেশাত্মবোধ সম্পন্ন নাগরিকেরা মনেপ্রাণে চায় না দেশে নকল সর্বস্ব, ভুয়া, শিক্ষিত গাধা প্রজন্মের জন্ম হোক।

পত্রিকায় দেখেছি, ৩২২টি কলেজের চোরা অধ্যক্ষদের অপসারণ না করা হলে সরকার এসব কলেজের অনুদান বন্ধ করে দেবেন। আমরা শিক্ষামন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে স্বাগতম জানাই। এসব চোরা অধ্যক্ষরা কলেজে শিক্ষার নামে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। এই সব কলেজের (বেসরকারি) অধ্যক্ষরা টি,এন,ও ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রশাসনকে মোটা অংকের ঘুস দিয়ে কলেজগুলোতে উন্মুক্ত নকলের পরীক্ষা চালায়। ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারতো আছেই।

ইত্যবসরে শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়ে রাখি, টিএনও এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা নকল প্রতিরোধে সামান্যতম দায়িত্ব পালন করেন না। তারা টাকার পরিমাণ নিয়ে বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সাথে দর কষাকষি করেন। যদি কোনো কলেজ তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ না করে তাহলে ঐ কলেজে এমন ক্ষমতার দাপটা দেখানো হয় যে, নকলতো দূরের কথা নির্দোষ ছাত্র-ছাত্রীকেও পরীক্ষা দিতে দেয়া হয় না, তুচ্ছতম অজুহাতে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়, ঘন ঘন সার্চ করে লেখার গতি স্তব্ধ করে দেয়া হয়, দায়িত্বশীল শিক্ষকদের অপমান করা হয়। আর যদি টাকার অংকটা মোটা হয়, খানাপিনাটা ভালো হয়, তাহলে তারা পরীক্ষার হলে নামেমাত্র আইওয়াশ দিয়ে ঘুরে আসেন। চলে অবাধে নকল। এ বিনিময়ে যে মুনাফা হয় তাকে প্রশাসনের ও চোরা অধ্যক্ষের পেট মোটা হয়।

সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সে ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত শক্ত থাকবে হবে। এ লড়াইকে সমর্থন জানাবে বিবেকবান মহল ও নিরীহ সৎ শিক্ষক সমাজ।

তবে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের ওপর যে অনর্থক অবিচার ও বৈষম্য চলছে তা বিলোপ করতে হবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে কোন্ অপরাধে শিক্ষকরা সরকারি অনুদান পাবেন না? কেনো নভেম্বর মাসের বেতন জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে পাবেন? কেনো একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে কেউ সহকারী অধ্যাপক হবেন, কেউ সারাজীবন লেকচারার থেকে যাবেন?

আপাতত এ দুটো সমস্যার কথাই বললাম। যদি নতুন স্কেল পেতে দীর্ঘতম বিলম্ব হয় তাহলে বেসরকারি শিক্ষকরাও রাস্তায় নামবে, অনশনে যাবে, এ কথা আগেই বলে রাখি।

দুর্নীতিবাজ কর্মচারী এবং অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ আপনি নিয়েছেন তাতে তারা আপনার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যে সরকারি কলেজের লাখ লাখ শিক্ষক আপনাকে সমর্থন জানাবে যদি তাদের ওপর থেকে চিরাচরিত অবিচারের খড়গটা সরিয়ে ফেলেন।